ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ২৩তম সংখ্যা

১ পৌষ ১৪২৩, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬

একনেক সভায় ঢাবি'র ৬১৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার প্রকল্প অনুমোদিত

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর এক সভা গত ৬ ডিসেম্বর একনেক ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৬১৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদন করা হয়েছে।

প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ঃ (ক) দু'টি বেসমেন্ট ফ্লোরসহ ২১ তলা ভিতে ২১তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, (খ) ৯টি একাডেমিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, (গ) ছাত্রদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ, (ঘ) শিক্ষকদের জন্য ২টি আবাসিক ভবন নির্মাণ, (ঙ) ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ১টি আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য ১টি বিদ্যমান আবাসিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, (চ) ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহকরণ, (ছ) ইন্টারনেট সিস্টেম, (জ) আসবাবপত্র, (ঝ) বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, (ঞ) বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং (ট) সরবরাহ ও সেবা ইত্যাদি।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক একনেক সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য প্রকল্প গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে গত ১ ডিসেম্বর ২০১৬ ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' বের করা হয়। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে বিজয় র‍্যালিটি শুরু করে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়।

বর্ণাঢ্য বিজয় র‍্যালি

সংস্কৃতিবোধ মানুষকে মানবতাবোধে দীক্ষিত করে -উপাচার্য

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে গত ১ ডিসেম্বর ২০১৬ ক্যাম্পাসে এক বর্ণাঢ্য 'বিজয় র‍্যালি' বের করা হয়। উপাচার্য অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে এই বিজয় র‍্যালির উদ্বোধন করেন। পরে সেখান থেকে বিজয় র‍্যালিটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিতে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের বিপুল সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের উদ্যোগে স্বাধীনতা চত্বরে পরিবেশিত হয় জাতীয় সংগীত, মুক্তির গান ও দেশাত্মবোধক গান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩০ লক্ষ শহীদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অগণিত শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মাহুতির কথা স্মরণ করে তিনি সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষাভাষী মানুষরাই বিশ্বের বুকে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে. মাতৃভাষার জন্য জীবন দেওয়া গৌরবের বিষয়। আজকে আমরা একটা কঠিন সময় পার করছি, যখন সারা পৃথিবীতেই জঙ্গীবাদী কর্মকাণ্ড নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ইউনেস্কো কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল শোভাযাত্রাকে 'ইনটেনজিবল কালচারাল হেরিটেজ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের কথা উলেখ করে উপাচার্য বলেন, সংস্কৃতি মানুষকে মানুষ করে তোলে, সংস্কৃতিবোধ মানুষকে মানবতাবোধে দীক্ষিত করে। আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই, কেননা বাঙালি সংস্কৃতি অত্যন্ত শক্তিশালী, যা গর্ব করার মতো। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানে নয় মাসের মতো একটা সংক্ষিপ্ত সময়ের মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ আত্মোৎসর্গ করেছে। আমরা আজকে যে স্বাধীনতা ভোগ করছি, তার পেছনের এত বড় আত্মত্যাগের কথা ভুলে গেলে চলবে না। উপাচার্য আর্দ্রে মারলো-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেন, যারা

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাবি শিক্ষক সমিতি নির্বাচন

অধ্যাপক মাকসুদ কামাল সভাপতি ও অধ্যাপক রহমত উল্লাহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল সভাপতি এবং আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচিত অন্য প্রতিনিধিরা হলেন, সহ-সভাপতি- অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ), কোষাধ্যক্ষ- অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ (ফলিত গণিত বিভাগ), যুগ্ম সম্পাদক- অধ্যাপক ড. আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া (টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি বিভাগ), সদস্য- অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ (অর্থনীতি বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ (রসায়ন বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউট), অধ্যাপক লাফিফা জামাল (রোবোটিক্স এন্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ), অধ্যাপক ড. তাজিন আজিজ চৌধুরী (ইংরেজি বিভাগ), অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া (পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক (উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ), অধ্যাপক ড. মো. বায়তুল্লাহ কাদেরী (বাংলা বিভাগ) এবং অধ্যাপক ড. এস এম আবদুর রহমান (ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগ)।

রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপিত

নারীদের পেছনে ফেলে সমাজ কখনো সামনের দিকে এগুতে পারে না -উপাচার্য

যথাযোগ্য মর্যাদায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ দিনব্যাপী 'রোকেয়া দিবস-২০১৬' উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল মিলনায়তনে 'রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন বক্তৃতা, স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশন বক্তৃতা প্রদান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের রবীন্দ্র চেয়ার অধ্যাপক ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়।

রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি এবং প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ ও প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রোকেয়া মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও হলের খন্ডকালীন আবাসিক শিক্ষিক সৈয়দা আতিকুন নাহার।

অধ্যাপক ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায় "গৌড়ীয় নৃত্য ও সমাজ : নারী প্রসঙ্গ" শীর্ষক ফাউন্ডেশন বক্তৃতায় প্রাচীন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ও সংস্কৃত শাস্ত্রানুযায়ী সমাজে নারীর অবস্থান এবং বিভিন্ন শতকের শিল্পকলা চর্চায় বিশেষত নৃত্যকলা শাস্ত্রে নারীদের

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ ক্রিস্টালোগ্রাফিক এসোসিয়েশনের সম্মেলন

ঢাবি-এ 'কম্পিউটিং কেমিস্ট্রি' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হবে- উপাচার্য

বাংলাদেশ ক্রিস্টালোগ্রাফিক এসোসিয়েশনের দু'দিন ব্যাপী ৩য় সম্মেলন গত ১ ডিসেম্বর ২০১৬ এ্যাটমিক এনার্জি সেন্টারের মিলনায়তনে শুরু হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

বাংলাদেশ ক্রিস্টালোগ্রাফিক এসোসিয়েশনের সভাপতি অধ্যাপক আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি হিসেবে ভারতের বিখ্যাত ক্রিস্টালোগ্রাফার অধ্যাপক গৌতম আর. দেসিরাজু এবং যুক্তরাজ্যের ক্রিস্টালোগ্রাফার অধ্যাপক মাইকেল ঝিমা।

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম জাতীয় সম্মেলন

দেশের গণমাধ্যম বর্তমানে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে -উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের উদ্যোগে "Mapping the Terrain of Mass Media Research in Bangladesh: Critical Perspectives" শীর্ষক দু'দিন ব্যাপী প্রথম জাতীয় সম্মেলন গত ২৯ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সকালে এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু প্রধান অতিথি এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল সম্মানিত অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. মো: গোলাম রহমান।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন গণমাধ্যমকে বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। এখানে নিরপেক্ষতার নামে স্বৈরাচার ও গণতন্ত্র কিংবা রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধাদের এক পাল্লায় মাপার সুযোগ নেই। ভারসাম্য রক্ষার

* ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

গত ২০ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ভাষা সংগ্রামি জাতীয় অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমদের ৮৪তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং প্রাক্তন ছাত্র সমিতি আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহফুজুল ইসলাম।

গত ১৫ নভেম্বর ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয় স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বরে 'পর্যটন বর্ষ-২০১৬' উপলক্ষে 'বাংলাদেশ ইয়ুথ এন্ড স্টুডেন্টস ফোরাম ফর ট্যুরিজম এন্ড ডেভেলপমেন্ট' আয়োজিত 'নবান্ন ও লোকজ মেলা'র উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাতের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী ও ফার্মাকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ ভারতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত একজন মেধাবী শিক্ষক ছিলেন। ফার্মাকোলজি বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত ১৯৬৯ সালে নরসিংদীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০২ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যাচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৮ সালে নিউক্যাসেল ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন। আবুল হাসনাত ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মেসী বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা জার্নালে তাঁর ১৪৭টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৩ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে স্বর্ণপদক এবং ২০১৪ সালে ফার্মেসী অনুষদ থেকে ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। অধ্যাপক আবুল হাসনাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ছিলেন।

অধ্যাপক আবুল হাসনাত স্ত্রী, দুই ছেলে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মাহবুবুল হক শাকিলের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী মাহবুবুল হক শাকিলের (৪৭) মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, তিনি শুধুমাত্র একজন রাজনীতি সচেতন ছিলেন না, সৃষ্টিশীল সংস্কৃতিসচেতন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। উপাচার্য তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মাহবুবুল হক শাকিল ১৯৬৮ সালের ২০ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে এসএসসি ও আনন্দমোহন কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। মাহবুবুল হক শাকিল এর আগে সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব (ডিপিএস) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার বাবা অ্যাডভোকেট জহিরুল হক খোকা ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। সাবেক এই ছাত্রনেতা সাহিত্য অনুরাগী ও লেখক ছিলেন। তার প্রকাশিত বইগুলো হলো- 'খেরোখাতার পাতা থেকে' ও 'মন খারাপের গাড়ী'।

উল্লেখ্য, মাহবুবুল হক শাকিল গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

সংস্কৃতিবোধ মানুষকে মানবতাবোধে দীক্ষিত করে -উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, তারা এই দেশেরই বিভিন্ন জায়গায় মাটির নিচে শায়িত আছেন এবং তাদের সেই সাহস, সেই দেশপ্রেম এবং মূল্যবোধ নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই যদি মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের কথা স্মরণ করি, জাতির পিতার স্বপরিবারে আত্মত্যাগের কথা স্বরণ করি, তাহলে এই দেশকে আমাদের ভালবাসতেই হবে, আমাদের কারো পক্ষেই দুর্নীতি বা অসততা করা সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধু তার জীবদ্দশায় বারবার আত্মসমালোচনা, আত্মশুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু যে স্থানে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং যেখানে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী- মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেছে, সেই ঐতিহাসিক স্থানে এসে আমরা শক্তি অনুভব করি, গর্ব অনুভব করি। আগামী একবছর নিজেদেরকে আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আত্মশুদ্ধির সে চর্চা আমরা চালিয়ে যেতে চাই- এই হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

৭ শিক্ষার্থীর জাপান গমন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের কুমামোত বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে Sakura Science Exchange Program এর আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের ৭জন শিক্ষার্থীর একটি প্রতিনিধিদল গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৬ জাপানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। যাত্রার প্রাক্কালে বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাথে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম। প্রতিনিধিদলটি জাপানের গবেষণা, সায়েন্টিফিক কনফারেন্স এবং সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এছাড়াও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের কুমামোত বিশ্ববিদ্যালয়-এর মধ্যে Bilateral Collaboration Project এর আওতায় ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের তিন জন শিক্ষক ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ জাপানের কুমামোত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে গমন করবেন। শিক্ষকরা হলেন- অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ড. পাপিয়া হক এবং আবুল খায়ের মল্লিক।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে সেমিনার

ইউএসডিএ'র সহযোগিতায় ঢাবি উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে "Development of Stress Tolerant Peanut : Breeding Lines Using Modern Biotechnology" শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনার গত ১২ নভেম্বর ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনার উদ্বোধন করেন।

উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবুল বাসার-এর সভাপতিত্বে সেমিনারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শাহ্ মো. আমিনুল হক এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম মণ্ডল বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক স্বাগত বক্তব্য দেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আহসান হাবিব এবং পিএইচ ডি গবেষক তানজিনা আখতার বানু।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ৬০ জন শিক্ষক, গবেষক ও কর্মকর্তা এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

দেশের গণমাধ্যম বর্তমানে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে -উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) নামে গণমাধ্যম মাঝখানে হাঁটতে পারেনা। গণমাধ্যম গণতন্ত্রের প্রতিপক্ষ নয় উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন গণমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করতে পারে, তবে খলনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেনা। খুনি, সন্ত্রাসী বা জঙ্গিগোষ্ঠীর পক্ষেও গণমাধ্যমের অবস্থান কাম্য নয়। গণতন্ত্র রক্ষা ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে গণমাধ্যমকে নির্মোহভাবে কাজ করতে হবে। ধার্মিকতা বনাম সাম্প্রদায়িকতার পার্থক্য জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। গণমাধ্যমের প্রযুক্তিগত ও আইনগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিগ্‌গিরই জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে বলে তিনি জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্ভব নয়। এই স্বাধীনতা উপভোগের পাশাপাশি গণমাধ্যমকে দায়বদ্ধ হতে হবে। দেশের গণমাধ্যম বর্তমানে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন এই স্বাধীনতার কতটুকু সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে তা এখন দেখার বিষয়। এজন্য গণমাধ্যমের আত্ম-সমালোচনা দরকার। একবিংশ শতাব্দীকে যোগাযোগের শতাব্দী হিসাবে অভিহিত করে তিনি বলেন তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে গোটা পৃথিবী একই পল্লীতে পরিণত হয়েছে। সারা বিশ্বে মানুষের যোগাযোগ বেড়েছে, কিন্তু পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই যোগাযোগ নেই। তাই সন্তানদের জঙ্গি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পিতামাতা জানেন না। তিনি আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মানুষের মনই প্রকৃত গবেষণাগার। সেখান থেকেই সত্যানুসন্ধ্যান ও সত্য প্রকাশের কাজ শুরু করতে হবে।

নারীদের পেছনে ফেলে সমাজ কখনো সামনের দিকে এগুতে পারে না -উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) অবস্থান ও ভূমিকা প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথির বক্তব্যে সকলকে বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লক্ষ শহীদসহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে বলেন, ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস। এই মাসের সাথে যুক্ত আছেন বেগম রেকেয়া, তাঁর জন্ম ও মৃত্যুদিন একই। বেগম রেকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, বেগম রোকেয়ার ৫২ বছর জীবনের প্রতিটি দিনই তিনি নারীদের কথা ভেবে ব্যয় করেছেন। নারীদের অগ্রগতি, উন্নতির কথা রোকেয়া তুলে ধরেছেন তাঁর লেখনীতে। বেগম রোকেয়ার আদর্শকে ধারণ করে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে যেতে হবে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর উদ্বৃতি তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, একজন মানুষের যেমন দুটো হাত, দুটো পা থাকে, ঠিক তেমনি সমাজেরও দুটো হাত বা পা আছে। আর তা হলো নারী ও পুরুষ। নারী পুরুষকে সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে। নারীদের পেছনে ফেলে সমাজ কখনো সামনের দিকে এগুতে পারে না। উপাচার্য রোকেয়া হলের ছাত্রীদের বেগম রোকেয়ার দর্শন, শিক্ষা, মানবতাবোধ, সমাজ এবং সাংস্কৃতিক চেতনা অনুসরণ ও অনুকরণ করে তাঁর আদর্শকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি আহ্বান জানান।

পরে উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক রোকেয়া হলের মেধাবী ছাত্রীদের মাঝে স্বর্ণপদক ও বৃত্তি প্রদান করেন। ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে হলের স্বর্ণপদক পেয়েছেন- আদিবা সুলতানা মীম (এম.এস.এস, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ)। মেধাবৃত্তি লাভ করেছেন- মারজান তাফরীন (এম.এ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ), আয়েশা রহমান (এম.এস, অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগ), আফরিনা খাতুন (এম.এস, তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট), প্রণীতা দত্ত (এম.এস.এস, লোক প্রশাসন বিভাগ)। সাধারণ বৃত্তি পেয়েছেন- নওশীন জাহান ইতি (বি.এস.এস, ৩য় বর্ষ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ), তাসফিয়া তাজিন (২য় বর্ষ, বি.এস.এস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), সাবিহা আল হুমায়রা মমি (১ম বর্ষ, বি.এ, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ) ও প্রতিমা সাহা (১ম বর্ষ, বি.বি.এ, ফিন্যান্স বিভাগ) এবং কল্যাণ বৃত্তি দেওয়া হয়েছে নুসরাত জাহান মুনকে (২ম বর্ষ, বি.এস.এস, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ)।

এছাড়া, রোকেয়া দিবস উপলক্ষে ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে রোকেয়া হলের উদ্যোগে হল চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। এসময় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. নাজমা শাহীনসহ হলের বিপুল সংখ্যক ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবি-এ 'কম্পিউটিং কেমিস্ট্রি'

(১ম পৃষ্ঠার পর) অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এম কামরুল হাসান এবং ড. দিলীপ কুমার সাহা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বিজয় মাসের শুরুতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চারনেতা এবং ত্রিশ লক্ষ শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, একুশ শতক হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শতক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুগোপযোগী ও যথাযথ উচ্চশিক্ষা দান ও গবেষণার মাধ্যমে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্বিক উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদান করছে। দেশে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ এবং ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। উপাচার্য ক্রিস্টালোগ্রাফি শিক্ষা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই 'কম্পিউটিং কেমিস্ট্রি' নামে একটি নতুন বিভাগ খোলা হবে।

গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ সুপ্রীমকোর্ট বার এসোসিয়েশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন কর্তৃক আয়োজিত 'জাতীয় নদী কনভেশন-২০১৬' উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এতে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম এবং সংগঠনের সভাপতি মো. আনোয়ার সাদত।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ইরানী নাট্য প্রতিনিধিদল

XvKv¯ Bivb `Zvev‡mi KvjPvivj KvDwÝji ˆmq` gmv û‡mBbx-Gi †bZ‡Z 4-m`m¨ wewkó GKwU bvU¨ cwZwbwa `j MZ 10 wW‡m¤^i 2016 DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏ‡Ki m‡½ Zvi Kvhvj‡q mv¶vr K‡i‡Q| bvU¨ cwZwbwa`‡ji m`m¨iv n‡jb Bqv‡mi Lv‡Qe, wKqvb CmgvBjx Ges Avjx †iRwbqv|

mv¶vrKv‡j Zviv evsjv‡`k Ges Biv‡bi g‡a¨ AwaK nv‡i mvs¯‹…wZK `j wewbg‡qi Ici ¸i“Zv‡ivc K‡ib| DcvPvh e‡jb, `Õ‡`‡ki g‡a¨ `xN©`b hver PgrKvi eÜZcY m¤úK weivR Ki‡Q| evsjv‡`k Ges Biv‡bi g‡a¨ mvs¯‹…wZK `j wewbg‡qi gva¨‡g eÜZcY GB m¤úK fwel¨‡Z Avil m`p n‡e e‡j wZwb Avkv cKvk K‡ib| DcvPvh †Znivb wekwe`¨vj‡q Ôevsjv fvlv †KvmÕ Pvjy †¶‡Î Bivbx KUbxwZ‡Ki mnvqZv Pvb| Biv‡bi KvjPvivj KvDwÝji G e¨vcv‡i m¤ve¨ mKj mn‡hwMZvi Avkvm †`b|

মালয়েশিয়ার দু’জন বিশিষ্ট শিল্পী

wewkó wkíx Ges gvj‡qwkqvi mv‡qÝ wekwe`¨vj‡qi ¯‹zj Ae AvUm-Gi Aa¨vcK G ingvb †gvnv‡g`-Gi †bZ‡Z 2-m`m¨wewkó GKwU cwZwbwa`j MZ 28 b‡f¤^i 2016 DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏ‡Ki m‡½ Zvi Kvhvj‡q mv¶vr K‡i‡Q| cwZwbwa`‡ji Ab¨ m`m¨ n‡jb- wkíx dRi Igi| Gmgq XvKv wekwe`¨vjq wc›U ‡gwKs wefv‡Mi †Pqvig¨vb ‡gv: Awbm¾vgvb Dcw¯Z wQ‡jb|

mv¶vrKv‡j Zviv XvKv wekwe`¨vjq Ges gvj‡qwkqv mv‡qÝ wekwe`¨vj‡qi g‡a¨ wkí I ms¯‹…wZ wel‡q †hŠ_ wk¶v I M‡elYv Kvhµg Pvjy m¤ve¨Zv wb‡q Av‡jvPbv K‡ib| Gmgq `B wekwe`¨vj‡qi g‡a¨ QvÎ-wk¶K wewbgq KgmPx Pvjy Ici ¸i“Zv‡ivc Kiv nq| GQvov, XvKv wekwe`¨vjq Ges gvj‡qwkqv mv‡qÝ wekwe`¨vj‡qi †hŠ_ D‡`¨v‡M Dfq wekwe`¨vj‡q wkí-Kg c`kbx Av‡qvR‡bi e¨vcv‡i Av‡jvPbv Kiv nq|

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিনিধি

RvwZms‡Ni Lv`¨ I Kwl ms¯v (GdGI)-Gi cwZwbwa gvBK iemb MZ 5 wW‡m¤^i 2016 DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏ‡Ki m‡½ Zvi Kvhvj‡q GK we`vqx mv¶v‡Z wgwjZ nb| Gmgq Zvi m‡½ wQ‡jb ms¯vi mnKvix cwZwbwa W. bi Avng` ‡Lv›`Kvi|

‰eVKKv‡j XvKv wekwe`¨vj‡qi DcvPvh evsjv‡`‡k mdjfv‡e `vwqZ cvj‡bi Rb¨ RvwZms‡Ni Lv`¨ I Kwl ms¯vi cwZwbwa‡K ab¨ev` Rvbvb| wZwb e‡jb, evsjv‡`‡k `vwqZ cvjbKv‡j Lv`¨ wbivcËv welqK bvbv Dbqb cKí Mn‡Y gvBK iemb ¸i“ZcY Ae`vb iv‡Lb| Zvi mgqKv‡j evsjv‡`k Ges RvwZms‡Ni Lv`¨ I Kwl ms¯vi g‡a¨ wØ-cwv¶K m¤úKI gReZ n‡q‡Q e‡j DcvPvh D‡jL K‡ib|

Lv`¨ wbivcËv I Rjevq cwieZb Bm¨‡Z evsjv‡`‡ki fwgKvi cksmv K‡i GdGI cwZwbwa Avkvm ‡`b, G wel‡q Zvi ms¯vi mwveK mn‡hwMZv Ae¨vnZ _vK‡e| G‡¶‡Î evsjv‡`k Avil GwM‡q hv‡e e‡j I wZwb Avkv cKvk K‡ib|

c‡i, GdGI cwZwbwa gvBK iemb XvKv wekwe`¨vjq cwó I Lv`¨ weÁvb Bbw÷wUDU wgjbvqZ‡b ÒIAHBI and Poultry Bio-security Project”-Gi Povš Rwic cwZ‡e`b cKvkbv Abôv‡b e³e¨ iv‡Lb| cwó I Lv`¨ weÁvb Bbw÷wUDU GB Abôv‡bi Av‡qvRb K‡i| Bbw÷wUD‡Ui cwiPvjK Aa¨vcK W. bvRgv kvnx‡bi mfvcwZ‡Z Abôv‡b XvKv wekwe`¨vj‡qi †cv-DcvPvh (wk¶v) Aa¨vcK W. bvmixb Avng` cavb AwZw_ Ges BDGmGBW evsjv‡`‡ki B‡KvbwgK †Mv_ Awd‡mi cwiPvjK gvU †R. KwUR I BDwb‡md evsjv‡`‡ki cwZwbwa we‡kl AwZw_ wnmv‡e e³e¨ iv‡Lb|

RvwZms‡Ni Lv`¨ I Kwl ms¯v (GdGI)-Gi cwZwbwa gvBK iemb MZ 5 wW‡m¤^i 2016 DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏ‡Ki m‡½ Zvi Kvhvj‡q GK we`vqx mv¶v‡Z wgwjZ nb|

wewkó wkíx Ges gvj‡qwkqv mv‡qÝ wekwe`¨vj‡qi ¯‹zj Ae AvUm-Gi Aa¨vcK G ingvb Avn‡g‡`i †bZ‡Z 2-m`m¨wewkó GKwU cwZwbwa`j MZ 28 b‡f¤^i 2016 DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏ‡Ki m‡½ Zvi Kvhvj‡q mv¶vr K‡i‡Q|

h³iv‡R¨i ewgsnvg¯ BDwbfvwmwU Ae Avj¨vevgv (University of Alabama)- Gi cwóweÁv‡bi GwgwiUvm Aa¨vcK W. Lv‡j` MZ 10 wW‡m¤^i 2016 DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏ‡Ki m‡½ Zvi Kvhvj‡q mv¶vr K‡ib|

XvKv¯ Bivb `Zvev‡mi KvjPvivj KvDwÝji ˆmq` gmv û‡mBbx-Gi †bZ‡Z 4-m`m¨ wewkó GKwU bvU¨ cwZwbwa `j MZ 10 wW‡m¤^i 2016 DcvPvh Aa¨vcK W. Av Av g m Av‡iwdb wmwÏ‡Ki m‡½ Zvi Kvhvj‡q mv¶vr K‡i‡Q| bvU¨ cwZwbwa`‡ji m`m¨iv n‡jb Bqv‡mi Lv‡Qe, wKqvb CmgvBjx Ges Avjx †iRwbqv|

গত ২৭ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শহীদ শেখ রাসেল টাওয়ার’ আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। ছবিতে উদ্বোধন শেষে উপাচার্যকে মোনাজাত করতে দেখা যাচ্ছে।

জনবক্তৃতা ও বীরাঙ্গনাদের ভাতা বিতরণ অনুষ্ঠান

মুক্তিযুদ্ধ চর্চা কেন্দ্রের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘অপরাজেয় বাংলা’ এবং ‘সামাজিক সহায়তা উদ্যোগ’ এর আয়োজনে গত ১৫ নভেম্বর ২০১৬ রমেশ চন্দ্র মজুমদার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এক জনবক্তৃতা ও বীরাঙ্গনাদের ভাতা প্রদান অনুষ্ঠান।

এতে ‘The Spectral Wound: Sexual Violence, Public Memories, and Bangladesh War of ১৯৭১’ শীর্ষক জনবক্তৃতা প্রদান করেন যুক্তরাজ্যের ডরহাম ইউনিভার্সিটির গবেষণা পরিচালক ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের রিডার ড. নয়নিকা মুখার্জী। ‘সামাজিক সহায়তা উদ্যোগ’ এর পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। আলোচক ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এর সেন্টার ফর এ্যাডভান্স থিউরি’র পরিচালক অধ্যাপক ড. সলিমুল্লাহ খান, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এর ট্রাস্টি মফিদুল হক এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জোবাইদা নাসরীন।

‘অপরাজেয় বাংলা’ এবং ‘সামাজিক সহায়তা উদ্যোগ’ এর সমন্বায়ক এ টি এম জায়েদ হোসেনের স্বাগত বক্তব্যের পরপরই প্রদর্শন করা হয় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর নির্মিত ৫মিনিটের তথ্যচিত্র ‘বীরাঙ্গনা বীর মাতাদের জবানীতে একাত্তরের ভয়াল স্মৃতি’। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ৯ জন বীরাঙ্গনাকে ৫হাজার টাকা করে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। তারা হলেন- হনুফা বেগম, রহিমা খাতুন, সাবিহা আহমেদ, সন্ধ্যারানী ঘোষ, কাননী গোমেজ, রিজিয়া বেগম, রেজিয়া বেগম, নাজমা আক্তার ও নূরজাহান বেগম। বীরাঙ্গনাদের পক্ষ থেকে হনুফা বেগমের অভিজ্ঞতা বর্ননা এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষনে উপস্থিত সুধীরাও আবেগ প্রবণ হয়ে উঠে।

‘নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ইয়ুথ ক্যাম্পেইন’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ-এর উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সহযোগিতায় গত ২৯ নভেম্বর ২০১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটার ভবনে “নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে ইয়ুথ ক্যাম্পেইন” শীর্ষক এক আলোচনানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বলেন, ঘরে-বাইরে নারীরা নানাভাবে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। তাই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এবং অধিকার আদায়ে যার যার অবস্থান থেকে লড়াই করতে হবে এবং যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন। বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির পরিচালক ওয়াহিদা ইদ্রিস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইনস্টিটিউট ও বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৬ থেকে শুরু হওয়া ১৬ দিনের প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল এই ক্যাম্পেইন। ক্যাম্পেইন চলে ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।

ঢাবি অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো প্রকাশিত ÒBER Research Report Series, Volume-11” শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ২৮ নভেম্বর ২০১৬ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনস্থ মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এই গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

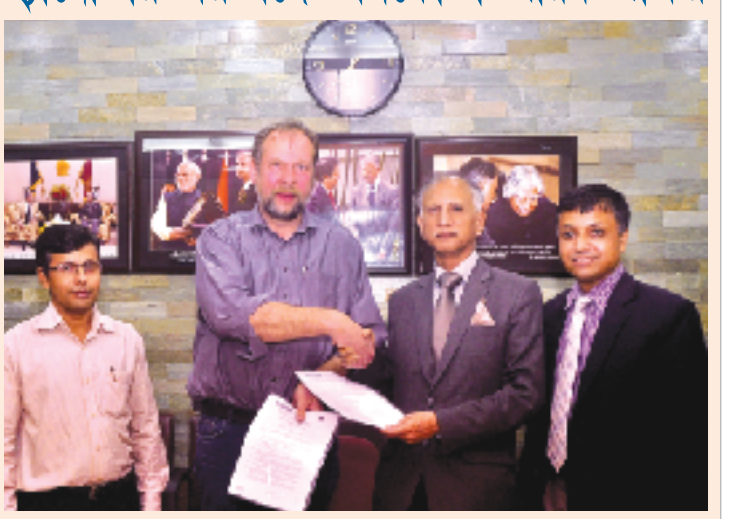

ঢাবি এবং জার্মানীর লাইবনিজ ইউনিভার্সিটি হ্যানোভার-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানীর লাইবনিজ ইউনিভার্সিটি হ্যানোভার-এর মধ্যে গত ৩০ নভেম্বর ২০১৬ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং লাইবনিজ ইউনিভার্সিটি হ্যানোভার-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. ভি. ইপিং নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এসময় জার্মানীর লাইবনিজ ইউনিভার্সিটি হ্যানোভার-এর অধ্যাপক ক্লাউস এইচ. রূছার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আফতাব আলী শেখ ও ড. তাপস দেবনাথ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মকর্তা বিনিময় করা হবে। এছাড়া, বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং একাডেমিক তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য জার্মানীর লাইবনিজ ইউনিভার্সিটি হ্যানোভার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'অপরাজেয় বাংলা' সংগঠনের উদ্যোগে সবার জন্য শিক্ষা, সর্বত্র শান্তি, শিশু নির্যাতন রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী গণসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১জন ছাত্রের পদব্রজে 'তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাফ' যাত্রা উপলক্ষে ২ ডিসেম্বর ২০১৬ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে 'বিজয় পদযাত্রা-২০১৬' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পদযাত্রার উদ্বোধন করেন রেল মন্ত্রী মো. মুজিবুল হক এমপি। ছবিতে উপাচার্যকে সভাপতির বক্তব্য রাখতে দেখা যাচ্ছে।

গত ১৫ নভেম্বর ২০১৬ 'বাঁধন, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল ইউনিটের 'নবীন বরণ, ডোনার সম্মাননা ও বিদায় সংবর্ধনা-২০১৬' হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন হল প্রাধ্যক্ষা অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীন এবং বাঁধন হল ইউনিটের উপদেষ্টা ও সহকারী আবাসিক শিক্ষক রত্না রানী দাস। বাঁধন হল ইউনিটের সভাপতি মুক্তা রায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ছবিতে অতিথিদের সাথে হল ইউনিট বাঁধনের নবীণ ও বিদায়ী সদস্যদের দেখা যাচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের 'রূদুবা নেছা বৃত্তি, অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন বৃত্তি, প্রভোস্ট বৃত্তি, আনোয়ারা-রমজান হোসেন বৃত্তি, আছিয়া খাতুন বৃত্তি, শেখ রাজ্জাক আলী স্মৃতি ও অ্যাডভোকেট মোল্লা মো. আবু কাওছার মেধা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান' গত ১৯ নভেম্বর ২০১৬ বিভাগের শহীদ ড. আবুল খায়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের উদ্যোগে SWED ও BWBD ট্রাস্টের সহযোগিতায় '১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বৃত্তি এবং স্বর্ণপদক প্রদান অনুষ্ঠান-২০১৬' গত ১৯ নভেম্বর ২০১৬ বিভাগের লেকচার থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক। ছবিতে অতিথিদের সাথে বৃত্তি ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের দেখা যাচ্ছে।

১৪ শিক্ষার্থীকে বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী বৃত্তি প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের ১৪জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিভাগের অপর ৫জন শিক্ষার্থী 'আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম' বৃত্তি লাভ করেছেন। গত ২১ নভেম্বর ২০১৬ সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ 'বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী বৃত্তি তহবিল ও আইটি সেন্টার' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. সোনিয়া নিশাত আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা 'The Politics of Policy Making' শীর্ষক জেনারেল এম এ জি ওসমানী স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী বৃত্তি তহবিল ও আইটি সেন্টার ব্যবস্থাপনা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিরিন হাসান ওসমানী।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক নিজেদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জনগণের প্রত্যাশা পূরণে শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকার জন্য তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এটিএম শামসুল হুদা সমন্বিত কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারক, সরকারী কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্টদের সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো: এনামুল হক, প্রদীপ দেবনাথ, মোহা: হাবিবুল্লাহ, মো: ইলিয়াস হোসেন, রুহুল আমিন, জান্নাতুল মাওয়া, মো: সাজেদা বানু, সানজিদা আক্তার, মোছা: নুরুন নাহার, সম্পা খাতুন, আসমাউল হুসনা, মোছা: শ্রাবণী, সারাবান তাহুরা এবং দিপু কুমার।

আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো: কামরুজ্জামান, পান্না আক্তার, মোছা: ফিরোজা খাতুন, শবনম মুস্তারিন এবং ছামছুন্নাহার সুমি।

'রওশন ইন্নাস আলী গবেষণা পুরস্কার' প্রদান

গবেষণা ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কাজী হানিয়াম মারিয়াকে 'রওশন ইন্নাস আলী গবেষণা পুরস্কার-২০১৪' প্রদান করা হয়েছে। গত ১৩ নভেম্বর ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষকের হাতে ক্রেস্ট ও সনদপত্র তুলে দেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন ও বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল আজিজ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: আবদুস ছাত্তার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এএইচএম আসাদুল হক। এছাড়া, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা ড. হুসনে আরা আলী ও জন-প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব সৈয়দ নাজমুল হুদা বক্তব্য রাখেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষককে অভিনন্দন জানান। তিনি প্রয়াত অধ্যাপক ড. এম ইন্নাস আলীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন। উপাচার্য বলেন, বর্তমান বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক দূর এগিয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় মানুষের মানবিক মূল্যবোধ বাড়েনি। তিনি অধ্যাপক এম ইন্নাস আলীর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, প্রয়াত অধ্যাপক ড. এম ইন্নাস আলী ১৯১৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর নেত্রকোনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ছিলেন। স্ত্রী'র স্মৃতি রক্ষার্থে 'রওশন ইন্নাস আলী ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন। ২০১০ সালের ৩মে ৯৪ বছর বয়সে তিনি ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

এস এম হল বৃত্তি পেলেন ২০ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ২০জন মেধাবী ছাত্র 'এস এম হল বৃত্তি' লাভ করেছেন। গত ১৪ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হলের আবাসিক শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শান্তিপূর্ণ দেশ গঠনের লক্ষ্যে নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শুধু ভাল একাডেমিক ফলাফল করলেই চলবেনা, তাদের নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নতমানের স্নাতক হতে হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্ররা হলেন- মো: আব্দুল হান্নান (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), মো: রবিউল ইসলাম (উর্দু), শরীফুজ্জামান (ইসলামিক স্টাডিজ), মো: আতিকুল ইসলাম (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা), আমিনুল ইসলাম (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), সুজন আহমেদ (আই ই আর), মো: রিয়াজ উদ্দিন (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), মাহফুজুর রহমান (উর্দু), মোস্তাইন বিল্লাহ রুমান (ইসলামিক স্টাডিজ), মো: ইসতিয়াক আহম্মেদ (দর্শন), মো: নাঈমুর রহমান (আই ই আর), মোহাম্মদ আব্দুর রহিম (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), মো: আরিফুল ইসলাম (ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস), মো: সোহেল রানা (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), মো: আব্দুল্লাহ আল ফয়সাল (ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ), মো: মনিরুজ্জামান (ফারসি ভাষা ও সাহিত্য), মো: হাবিবুর রহমান (উর্দু), মো: মোত্তালেব হোসেন (আইন), মো: তৌহিদুর রহমান (মনোবিজ্ঞান) এবং মো: আনোয়ার হোসেন (দর্শন)।

৪ মেধাবী শিক্ষার্থীর 'মুস্তাফিজুর রহমান খান-সালেহা খানম মেমোরিয়াল বৃত্তি' লাভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ এবং উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের ২০১৪ সালের এমবিএ এবং এমএসএস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় ৪জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'মুস্তাফিজুর রহমান খান-সালেহা খানম মেমোরিয়াল বৃত্তি' প্রদান করা হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর ২০১৬ উপাচার্য লাউঞ্জে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। এসময় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা অধ্যাপক মাহফুজা খানম, দাতার ছেলে ব্যারিস্টার মাহবুব শফিক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সকল সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সোচ্চার হতে হবে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো: খালেদ বিন আমির (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), মনিজা খাতুন (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), আলী আহসান জোনায়েদ (উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ) এবং রওশন ই ফাতিমা (উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ)।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫